লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট ২০১৭
Port Blair ·Thursday·August 31, 2017
Arthik Lipi, Page 2

এসএসসি নিয়ে রাজ্য সরকারকে তোপ বাম-বিজেপি'র

দু'নম্বরি কাজের স্বীকৃত রাজ্য হিসাবে বাংলাকে তুলে ধরছেন মুখ্যমন্ত্রী, মন্তব্য সুজন চক্রবর্তীর

স্টাফ রিপোর্টার: এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণে আরও সুর চড়াল সিপিএম। বুধবার এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের অবস্থানে এসে কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। বর্তমানের সরকারকে কাযর্ত 'অপরাধী'দের সরকার বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন,'এই রাজ্যে এখন ক্রিমিনালদের রমরমা। আর এই সরকারের যিনি মাথা তিনিও রাজ্যটাকে অপরাধীদের মহা আনন্দের রাজ্যে পরিণত করতে চাইছেন।' চলতি মাসের ২৮ তারিখ যে গান্ধিমূর্তির সামনে ভিড়ে ঠাসা ছাত্র সমাবেশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকেই একইসঙ্গে বাম-বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক তার দু'দিন পরই সেই গান্ধিমূর্তির সামনেই পাল্টা রাজ্য সরকারকে একহাত নিল সিপিএম আর বিজেপি। এসএসসিতে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে এদিন অবস্থানে বসে

কয়েক হাজার চাকরি প্রার্থী। সেই অবস্থানে এসেই শিক্ষক নিয়োগে বড় সড় দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন সুজন চক্রবর্তী। এদিন তিনি বলেন,'আসলে এই সরকার সব কাজই লুকিয়ে লুকিয়ে করতে ভালবাসে। আর যারা দু'নম্বরি কাজ করে তারাই সব কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়। শিক্ষক নিয়োগে টাকার খেলা চলছে, চাকরির নামে তোলাবজি চলছে। তাই সবটাই লুকিয়ে করতে হচ্ছে। চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না, টাকার বিনিময় চাকরি কিনতে হচ্ছে।' এর আগেও একাধিকবার চাকরির দাবিতে ময়ূখ ভবনের সামনে ধর্না দেয় এসএসসি বাঁচাও কমিটি। তবে এদিন সরাসরি গান্ধিমূর্তির সামনে সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যে ৭ টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচির ডাক দেয় এই কমিটি। তোলা হয় সরকার বিরোধী স্লোগানও। সেই কড়া সরকার বিরোধিতা আরও তীব্র হয় সুজন চক্রবর্তী মঞ্চে আসার পর। বাম আমলে ২০০৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত স্কুল সার্ভিসের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের খতিয়ানও তুলে ধরেন বাম পরিষদীয় দলনেতা। রাস্তায় নেমে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের ইস্যুকে তুলে ধরে সুজনের কটাক্ষ,'আমি শিক্ষামন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, যে প্রশ্নপত্রে উত্তর দিয়ে এই ছেলে মেয়েরা পাশ করেও চাকরি পায়নি, আপনি সেই প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারবেন না। আপনার মুখ্যমন্ত্রীও পাশ করবেন না। আসলে এখানে ফেল করাদের নিয়ে সরকার চলছে।' পাশাপাশি সরাসরি রাজ্যের মন্ত্রীদের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগও তোলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা। তাঁর মন্তব্য, 'এই আমলে মন্ত্রীদের ইডি, সিবিআই চুরির অভিযোগে ডেকে পাঠায়। এখানে মন্ত্রীরা চাকরির জন্য ঘুস পর্যন্ত নিচ্ছে। গোটা রাজ্যটাই চোরজোচ্চোরে ভরে গিয়েছে।' বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পুজোর আগেই শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে জানালেও, তা আদপে হয়নি। আর এই অভিযোগে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে চিঠি দেবেন বলেও জানান সুজন চক্রবর্তী।

এগিয়ে দেওয়ার নাম করে আসলে রাজ্যকে পিছিয়ে দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার: মুখে 'এগিয়ে বাংলা' বললেও, আখেরে রাজ্যকে পিছিয়ে দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এসএসসি বাঁচাও কমিটির অবস্থান কর্মসূচিতে এসে এভাবেই রাজ্যকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। এদিন এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে গান্ধি মূর্তির সামনে আসেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। একই কর্মসূচিতে সকালে উপস্থিত থেকে সরকারকে রীতিমত কড়া ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায় বাম পরিষদীয় দলনেতাকে। সেই একই অনুষ্ঠানে এসে সুজনের মতোই দিলীপ ঘোষের 'টার্গেট' ছিল নবান্ন। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। বলেন,'এই রাজ্যকে সব দিক থেকেই পিছিয়ে দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখবেন বাসে ওঠার পর কন্ডাক্টর যেমন বলে পিছনে যেতে, একইভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্যকে

পিছনের দিকে পাঠানোর পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। পরবর্তী প্রজন্মকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে রাজ্য সরকার।' এদিন দিলীপ ঘোষকে ঘিরে ব্যপক উৎসাহ দেখা যায় চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে।

এমনকী বিজেপি রাজ্য সভাপতির সঙ্গে 'সেলফি' তুলতেও রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। চেনা মেজাজেই রাজ্য সরকারকে আক্রমণের ঝাঁঝও বাড়ান দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'আসলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বেশি লেখাপড়া জানা লোকের দরকার নেই। কারণ বেশি শিক্ষিত হয়ে গেলে কে আর ওনার হয়ে সিন্ডিকেটের টাকা তুলবে?' রাজ্যের শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিলেও, তা আদপে ঠিকমতো ব্যবহার করা হচ্ছে না বলেও এদিনের সভা থেকে অভিযোগ তোলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

তাঁর বক্তব্য,'কেন্দ্রে আমাদের সরকার রাজ্যকে প্রয়োজন মতো টাকা দিচ্ছে। কিন্তু রাজ্য সেই টাকা সঠিক খাতে ব্যবহার করছে না। আসলে এই সরকার চালাকি করে মহৎ কাজ করতে চাইছে।' পাশাপাশি এদিন শিক্ষামন্ত্রীকেও আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। বলেন,'কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তৃণমূল ছাত্রদের একাধিক গোষ্ঠী। ভোটে জেতার পর কে জিএস হবে তা নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই মারামারি হচ্ছে , আর শিক্ষামন্ত্রী যাচ্ছেন মেটাতে। আসলে যার শিক্ষক নিয়োগ করার কথা তিনি ব্যস্ত জিএস নিয়োগ করতে। সরকারের কোনও ইচ্ছা নেই শিক্ষক নিয়োগ করায়।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীকেও একহাত নেন দিলীপ ঘোষ। বিজেপি রাজ্য সভাপতির বক্তব্য,'পাহাড়ের সমস্যায় মুখ্যমন্ত্রী চীনের হাত দেখছেন,বসিরহাটে বাংলাদেশ আর উত্তরবঙ্গের বন্যায় ঝাড়খন্ডের হাত দেখছেন। অথচ উনি নিজে কিছুই করতে পারেন না।'

পাশাপাশি ছাত্র সমাবেশ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর বার্তারও তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, আত্মঘাতী তরুণী

স্টাফ রিপোর্টার: প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মঘাতী হলেন তরুণী। মৃতার নাম রুমা রায় (১৭)। বুধবার ঝুলন্ত অবস্থায় রুমাকে উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, বাগুইআটির বাসিন্দা রুমা বারাকপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটি ছেলের প্রেমে পড়ে। কয়েকদিন ধরে এড়িয়ে চলায় রুমা ভেঙে পড়ে। গোটা বিষয়টি সে মাকে জানায়। মা ওই ছেলেটিকে ফোন করলে সে জানায়, তাঁর অন্যত্র সম্পর্ক রয়েছে। তারপরেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় রুমা।

সিবিআই হাজিরায় সময় চান মেয়র

স্টাফ রিপোর্টার: নারদ কাণ্ডে হাজিরার জন্য সিবিআইয়ের কাছে সময় চেয়ে নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে তলব করে নোটিশ দেওয়া হয় সিবিআইয়ের তরফে। তাকে বুধবার বেশকিছু নথি সহ নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়। সূত্রের খবর, সিবিআইকে ইমেল মারফত মেয়র হাজিরার জন্য এক সপ্তাহের জন্য সময় চেয়েছেন।

রাজ্যে বিজেপির উত্থানের জন্য ফের মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করলেন সূর্যকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার: আরও একবার বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের 'বোঝাপড়া'র অভিযোগ আনলেন সূর্যকান্ত মিশ্র। তাঁর মন্তব্য, 'পারস্পরিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের বোঝাপড়া।' কয়েকদিন আগে বামেরা নিজেদের ভোট ধরে রাখতে পারছে না বলে অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গে বুধবার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'শুধু বামেদের ভোট বিজেপিতে যাচ্ছে তা নয়। তৃণমূলের ভোটও বিজেপির দিকে যাচ্ছে। বিজেপি চায় রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকুন। আর মুখ্যমন্ত্রী চান, বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে থাকুক।' সূর্যর যুক্তি, 'তৃণমূল বামপন্থীকে প্রধান শত্রু মনে করে। তাই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে পারস্পরিক সুবিধার জন্য। রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক মেরুকরণ চলছে। এতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।' আর রাজ্যে যে 'প্রতিযোগিতামূলক মেরুকরণ' চলছে সেই বিষয়টি নিয়ে সিপিএম রাজ্য কমিটিতেও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সূর্যকান্ত মিশ্র। তাঁর বক্তব্য, 'ধূলাগড়, বসিরহাটের মতো জায়গায় যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেখানে আরএসএস ও রাজ্যের শাসকদল উভয় দলেরই লোকজন যুক্ত। এর থেকেই বোঝা যায়, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ হচ্ছে।' বিসর্জন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর যে 'ফরমান' তারও নিন্দা করেছেন সিপিএম পলিটব্যুরোর এই সদস্য। তাঁর কথায়, 'কবে

বিসর্জন হবে আর কবে হবে না, সেটা মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকেই ঠিক করে দিচ্ছেন। গত বছরও আমরা একই জিনিস দেখেছি। আবার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আমরা চারদিন। আর ওরা একদিন। আমাদের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কথা বলতে পারেন না।' মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্যে রাজ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে বলেই মনে করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী যে ধরনের কথা বলছেন তাতে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ রয়েছে। এখনই এই সব বন্ধ না হলে অপ্রীতিকর ঘটনা প্রসারিত হবে। রাজ্যের সম্প্রীতির ঐতিহ্য নষ্ট হবে।' এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'রাজ্যে গণতন্ত্র আক্রান্ত হচ্ছে। আর গণতন্ত্র যখন আক্রান্ত হয় তখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। ধর্মনিরপেক্ষতারও কোনও অর্থ থাকে না। মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। তাদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের অধিকার আক্রান্ত।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে যে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তারও কড়া সমালোচনা করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে ধূপগুড়িতে গরু চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে দু'জনকে খুন করা হয়েছে। এর আগে ইসলামপুরেও পিটিয়ে তিনজনকে খুন করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের কারণেই এসব বেড়েছে।' উদ্ভূত পরিস্থিতে সকলকে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন সূর্যকান্ত মিশ্র।

আন্তঃরাজ্য মোবাইল চোরাচালানকারী দলের হদিশ পেল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : আন্ত:রাজ্য মোবাইল চোরাচালানকারী দলের এক সদস্য ধরা পড়তেই সামনে এল হাওড়া থেকে কীভাবে চলে এই চক্র। বুধবার সকালে বাগুইআঁটি থানা এলাকার কেষ্টপুর থেকে আরবাজ খান নামক এক নাবালককে ধরে ফেলেন নিত্যযাত্রীরা। অভিযোগ সেই সময় বছর ১৪-র ওই নাবালক যুবক বাসে উঠতে যাওয়ার সময়ে নিত্যযাত্রীদের পকেট থেকে মোবাইল চুরির চেষ্টা করছিল। তার সঙ্গে ছিল তাদের দলের আরেক পান্ডা যার নাম বাচুয়া। যাত্রীরা হাতেনাতে ধরে ফেলে আরবাজকে। কিন্তু বাচুয়া ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে আরবাজকে বাগুইআঁটি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ওই নাবালক চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, বাচুয়া ছাড়াও তাদের দলে ঝুলন নামক আরও এক সদস্য আছে। গত সপ্তাহেই আরবাজকে বিহারের কাটিহার থেকে চুরি করার কাজ শেখানোর জন্য নিয়ে আসে বাচুয়া। এর আগেও বেশ কয়েকজনকে একই রকমভাবে বাচুয়া ওই জায়গা থেকে নিয়ে এসেছিল। বছর ৩০ বয়সের বাচুয়া নিজে খিদিরপুর এলাকার এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে মোবাইল চুরির কাজ শিখেছিল বছর ১০ আগে। তারপর থেকে

সে নিজেই ওই কাজ করা শুরু করে। পরে গ্যাং বানায় এই বাচুয়া। প্রথমে তারা আশ্রয় নিয়েছিল খিদিরপুরের ডক এলাকাতে। চুরির মাল বিক্রি করত ওই এলাকারই ফ্যান্সি মার্কেটের একটি দোকানে। পরে বাচুয়া তার দলবল নয়ে চলে যায় হাওড়া স্টেশন এলাকাতে। সেখানে ফেরিঘাট সংলগ্ন হাওড়া ব্রিজের নিচে একটি বস্তিতে আশ্রয় নেয়। ওই জায়গা থেকে অপারেশন শুরু করে বাচুয়া। এর আগেও তার বেশ কয়েকজন সদস্যকে ধরে ফেলে পুলিশ। তাই দল ভারী করার জন্য গত সপ্তাহেই এই আরবাজকে তার গ্রাম থেকে নিয়ে আসে বাচুয়া। নিজেই সে আরবাজকে ট্রেনিং দেয়। পরে সোমবার থেকে বাচুয়া আরবাজকে নিয়ে মোবাইল চুরি করার জন্য ভিআইপি রোড এলাকাতে চলে আসে।

এদিকে আরবাজ জানিয়েছে, বাচুয়া প্রায় কয়েক হাজার মোবাইল চুরির পাশাপাশি রাতে মাদক পাচারকারীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করত। বাচুয়া তার গ্যাংয়ের জন্য আরও টাকা জোগার করার জন্যই সম্প্রতি ওই কাজ করার চেষ্টা করত। বর্তমানে সে চুরির মোবাইল প্রতি মাসে বিহারের একটি দোকানে বিক্রি করতে যেত। সেই সময় তার গ্যাংয়ের হয়ে মোবাইল চুরির অপারেশনের দায়িত্বে থাকত ঝুলন। বছর ২০-র ঝুলনও রাতে বাচুয়ার সঙ্গে ওই মাদক পাচারকারীদের সঙ্গে বৈঠক করত।

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা, গ্রেফতার ৩

স্টাফ রিপোর্টার: বিভিন্ন সরকারি দফতরের ওয়েবসাইট থেকে চাকরি প্রার্থীদের তথ্য হাতিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করার চক্রকে হাতেনাতে পাকড়াও করল বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে ময়ূখ ভবন ও সিটি সেন্টার এলাকা থেকে এই চক্রের তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল বিচিত্র মন্ডল, সেরা মিত্র ওরফে রোহিত ও শিবশঙ্কর মিত্র। তারা মঙ্গলবার ভুয়ো চাকরি পরীক্ষার আয়োজন করে বসেছিল। প্রায় ২০ জন চাকরি প্রার্থীকে ময়ূখ ভবনের সামনে ডেকে ভুয়ো পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে সক্রিয় হয় পুলিশ। ভুয়ো পরীক্ষা চলাকালীন হানা দেয় বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। প্রতারণা চক্রের তিন এজেন্টকে ধরা গেলেও এই চক্রের মূল পান্ডারা পালিয়ে যায়।

মিটার ট্যাক্সিতেও চালু হচ্ছে ডিজিটাল লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : আরও আধুনিক হচ্ছে শহর কলকাতার ট্যাক্সি পরিষেবা। এবার থেকে আর নগদ নয়, কলকাতার চিরাচরিত মিটার ট্যাক্সিতে উঠলে আপনি ভাড়া মেটাতে পারবেন ডিজিটাল পদ্ধতিতেও।

বুধবার নজরুল মঞ্চে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়া এই পরিষেবার সূচনা করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী তথা প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সি মেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মদন মিত্র, সংগঠনের সেক্রেটারি শম্ভু নাথ, বেঙ্গল ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি বিমল কুমার গুহ, ক্যালকাটা ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি তারকনাথ বারি, ট্যাক্সি ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সুমন গুহ, ডিসি ট্রাফিক গৌতম গুপ্ত প্রমুখ।

বেঙ্গল ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি বিমল গুহ জানিয়েছেন, এদিন এক হাজার

ট্যাক্সি চালকের হাতে লেনদেনের ডিজিটাল ডিভাইস তুলে দিচ্ছেন মদন মিত্র। ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি

ট্যাক্সি চালকের হাতে এই ডিজিটাল লেনদেনের জন্য একটি করে ডিভাইস তুলে দেওয়া হয়েছে। আরও কুড়ি হাজার ট্যাক্সি চালকের হাতে খুব শীঘ্রই তা তুলে দেওয়া হবে। তার কথায়, এই মুহূর্তে উপরিউক্ত তিনটি সংগঠনের অধীনে এসি ট্যাক্সি সহ নথিভুক্ত মোট ২৭ হাজার ট্যাক্সি রয়েছে। যেগুলি কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় পরিষেবা প্রদান করে থাকে। আগামী ছ'মাসের মধ্যে প্রত্যেক ট্যাক্সি চালকের হাতে এই আধুনিক ডিভাইস তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যা প্রত্যেকটি ট্যাক্সিতে রাখা থাকবে। এর ফলে যাত্রীরা নগদের পাশাপাশি ইচ্ছা হলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কার্ডের মাধ্যমে বা নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের মাধ্যমে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে পারবেন।

বিমলবাবু জানিয়েছেন, এর ফলে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের সুবিধা হবে। গোটা বিষয়টি হাতেনাতে চালকদের বোঝাতে তাদের নিয়ে কর্মশালাও করা হবে বলে তিনি জানান। বেসরকারি সংস্থা অ্যাসটেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ট্যাক্সি সংগঠনগুলির এহেন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র।

অন্যদিকে, বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও শহরের এক শ্রেণীর ট্যাক্সি চালক যে ভাবে যাত্রী প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন, সে ঘটনায় চিন্তা প্রকাশ করেছেন বিমল গুহ। এহেন ঘটনা রুখতে প্রশাসনকে আরও তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, সংগঠনের তরফে তারাও বিষয়টি নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে চালকদের সতর্ক করছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় নবান্ন সংলগ্ন অডিটোরিয়াম

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা জুড়ে একাধিক অডিটোরিয়াম রয়েছে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের হাতে। রাইটার্স বিল্ডিং থেকে প্রশাসনিক সদর দফতর হাওড়ার মন্দিরতলায় নবান্ন স্থানান্তরিত হলেও হাওড়ায় সরকারি কাজকর্মের জন্য নবান্নের সংলগ্ন কোনও অডিটোরিয়াম ছিল না। ফলে সরকারি স্তরে কোন মিটিং বা সেমিনার করার জন্য তৈরি হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় নতুন ধরনের এক অডিটোরিয়াম।

বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করে কংক্রিটের বদলে স্টিলের স্ট্রাকচার ও অ্যালুমিনিয়াম সিটের ব্যবহারে আধুনিক এই অডিটোরিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। প্রায় ৪০০ থেকে ৭০০ চেয়ারে বসার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে সাংবাদিকদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। জানা গেছে, জার্মান ও দেশীয় প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে গড়ে তোলা

নতুন তৈরি এই অডিটোরিয়ামেই ৪ সেপ্টেম্বর প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি : শ্যামল মৈত্র।

হয়েছে এই অডিটোরিয়াম।। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় জোরকদমে শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে এখানে। অত্যাধুনিক এই অডিটোরিয়ামে সাউন্ড প্রুফেরও ব্যবস্থা থাকবে বলে জানা গেছে। সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনার ব্যবস্থার পাশাপাশি অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থাও রয়েছে।